সুরিন্দর (ডাম্পার চালক) সরিষাতলি, ডাম্পার কাঁটা

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ সুরিন্দর।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখানে কি করেন?

উত্তর ঃ ডাম্পার চালাই।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতদিন আছেন?

উত্তর ঃ আমি ২৫ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। গাড়ির লাইনে আছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ চুরামনি বাজার।

প্রশ্ন ঃ আর আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ ইউ.পি। সেখানে তো যাই না। এখানেই ঘর-বাড়ি সব।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখানে কিভাবে এলেন?

উত্তর ঃ আমার বাবা ৫০ বছর আগে চাকরি করতে এসেছিল। বাবা মারা গেছে। আমি দশ বছর বয়সে বাবার সাথে এখানে আসি। তারপর আর বাড়ি যাইনি।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় কি কাজ করতেন?

উত্তর ঃ দোকানে কাজ করতাম। তারপর গাড়ির লাইনে আসি।

প্রশ্ন ঃ গাড়ি কি আপনার নিজের না অন্যের?

উত্তর ঃ অন্যের। গাড়িটা মদনপুরের।

প্রশ্ন ঃ এটা কতদিন চালাচ্ছেন?

উত্তর ঃ একবছর তিন-চার মাস।

প্রশ্ন ঃ আগে কি কি করেছেন, সেটা একটু বলবেন?

উত্তর ঃ গাড়ি চালাচ্ছি ২৫ বছর ধরে। গাড়ি চললে হাঁড়ি চলবে। না হলে হাঁড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে গাড়ি চালিয়ে মাসে ৩০০০ টাকা বেতন পাই। সকাল সাতটায় ডিউটি করতে বেরিয়েছি, রাত আটটায় বাড়ি যাব। এবার যদি গাড়ি ব্রেক ডাউন হয়, তবে কাজ করে রাত বারোটায় বাড়ি। আবার সকালে কাজে আসব। এই মাইনেতে পোষায় না। মালিককে বললে, মালিক বলে, এটাই অনেক। না পোষালে গাড়ি থেকে নেমে যাও। এই টাকায় অনেক ড্রাইভার আছে। মদনপুর কাপিষ্টায় অনেক আছে যারা কয়লা কুড়িয়ে দিনে ৫০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি অন্য গাড়ি ছেড়ে এই মালিকের কাছে এলেন কেন?

উত্তর ঃ এই লাইনে এক-দেড় বছরের মধ্যে মালিকের সঙ্গে খিটমিট লেগে যায়। ধরুন এই মালিককেই যদি বলি আমার এই মাইনেতে পোষাচ্ছেনা। ২০০ টাকা বাড়ান। তো মালিক বলে দেবে ২০০০ টাকায় ড্রাইভার পাওয়া যাচ্ছে। তোমাকে তো বেশী দিচ্ছি। না পোষালে নেমে যাও।

প্রশ্ন ঃ আগে যেখানে ছিলেন তার থেকে কি এখানে বেশী পাচ্ছেন?

উত্তর ঃ না, একই রকম।

প্রশ্ন ঃ শুরু করেছিলেন কত টাকায়?

উত্তর ঃ একই মাইনেয়। ৩০০০ টাকায়।

প্রশ্ন ঃ আর যখন গাড়ি চালানো শুরু করেন, মানে ২৫ বছর আগে?

উত্তর ঃ ২৫ বছর আগে ৬০০ টাকায় শুরু করেছিলাম। তখন ছোট গাড়ি ৪০৭ চালাতাম। তখন হেলপার, মানে খালাসিদের দিনে পাঁচ টাকা মাসে ১৫০ টাকা বেতন ছিল। কিছু দিন খালাসির কাজ করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কতদিন বাদে ড্রাইভার হলেন?

উত্তর ঃ একবছর বাদে।

প্রশ্ন ঃ আগে কোথায় কোথায় গাড়ি চালিয়েছেন?

উত্তর ঃ শিলিগুড়ি, ভাগলপুর, কলকাতা, পাটনা এইসব জায়গায়।

প্রশ্ন ঃ কি কি নিয়ে যেতেন গাড়িতে?

উত্তর ঃ জানোয়ার। মানে ছাগল নিয়ে যেতাম। সবজিও নিয়ে গেছি।

প্রশ্ন ঃ এগুলো এখান থেকেই যেত?

উত্তর ঃ না, না। অন্য জায়গা থেকে নিয়ে যেতাম।

প্রশ্ন ঃ এই মালিকের আণ্ডারেই কি এখানে শুরু থেকে চালাচ্ছেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, একবছর তিন-চার মাস হল।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে কে কে আছেন?

উত্তর ঃ বাবা-মা, ভাই, বোন ও পরিবার। এক ছেলে ও দুই মেয়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে?

উত্তর ঃ দুটো মেয়েই পড়ে। একজন ক্লাস এইটে পড়ে। ছেলের বারো বছর বয়স। ক্লাস থ্রিতে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ পড়িয়ে যাবেন এই আশা করছেন?

উত্তর ঃ না, পড়া চালাতে পারবো না। এই বেতনে পড়ানো যায় না।

প্রশ্ন ঃ পড়াতে কেমন খরচ পড়ে?

উত্তর ঃ বই কিনতেই ১৫০০ টাকা পড়ে। এই বেতনে বই কিনবো না পড়াবো। বই কিনলে খেতে পাব না। এখন এই চিন্তাতেই আছি। তবে কিছু ছেলেদের সাথে যোগাযোগ করছি, যদি পুরানো বই পাওয়া যায় তবে কিছু হেল্‌প হবে।

প্রশ্ন ঃ মালিকের কাছে এই জন্য অ্যাডভান্স চাইলে দেবে? মাসে মাসে শোধ করবেন।

উত্তর ঃ না। আর দিলেই বা শোধ করব কি করে?

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, বললেন না যে কয়লা চুরি করলে দিনে চার পাঁচশো টাকা হয়, তো এটা করলেন না কেন?

উত্তর ঃ কেস খেতে হবে। আমরা ভদ্রলোকের ছেলে। কেন কেস খেতে যাব? কষ্ট করছি এটাই ঠিক আছে। এক নম্বর কাজ আছে। রাতে পরিশ্রম করছি। দিনে আরামে ঘুমোতে পারছি। যারা কয়লা করে তারা অন্য দিকে ঘুমায়। বাড়িতে ঘুমাতে পারে না। পুলিশের ভয় থাকে। আমরা দু'নম্বরি করতে যাব না।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভাইরা কি করে?

উত্তর ঃ দোকান করে। পানের দোকান করে।

প্রশ্ন ঃ এই কোলিয়ারি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? এইগুলো কিভাবে চলে? এই যে বেঙ্গল এমটা, ই সি এল এইসব সম্পর্কে?

উত্তর ঃ জানা নেই ঠিক। তবে শুনেছি মনমর্জিতে, দাদাগিরিতে চলে। ডাম্পার ড্রাইভাররা কোন হেল্‌প পায় না।

প্রশ্ন ঃ বাবা যে ই সি এল-এ কাজ করতেন ঐ ব্যাপারে কিছু মনে আছে?

উত্তর ঃ খুব একটা মনে নেই। একটু একটু খেয়াল আছে।

প্রশ্ন ঃ কোথায় কাজ করতেন, আপনার বাবা?

উত্তর ঃ ভানোরা কোলিয়ারিতে।

প্রশ্ন ঃ বাবা বেঁচে আছেন?

উত্তর ঃ না, মারা গেছেন।

প্রশ্ন ঃ বাবার চাকরি কি আপনার দাদা পেয়েছেন?

উত্তর ঃ না, পায় নি। দাদা বাবার টাকা পয়সার হিসাবও কিছু দেয়নি। বাবা রিটায়ার করার পর মারা যায়। ই সি এল বলে, চাকরি হবেনা। আমরাও আর চেষ্টা করিনি।

প্রশ্ন ঃ রিটায়ারের টাকা পেয়েছেন।

উত্তর ঃ কিছু পাওয়া গেছে। কিছু পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের পাশে যে বেঙ্গল এমটা আছে তাতে কাজের চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর ঃ করেছিলাম। বেঙ্গল এমটা বলেছিল লোকাল লোক নেওয়া হবে না। আর ম্যাট্রিক পাশ চাই। আমি ক্লাস সিক্স অবধি পড়েছি। আমরা গরীব মানুষ। ম্যাট্রিক পাশ করবো কোথা থেকে। এই দিন-মজদুরই খাটছি।

প্রশ্ন ঃ এ সি এল-এ কাজ হলে ভাল হত। না এখানে ভাল।

উত্তর ঃ ই সি এল-এ ভাল। মাইনে বেশী হত, সুবিধা অনেক কিছু। এখানে সে সব নেই। বেশী ছুটি থাকত। অনেক রকম টাকা পাওয়া যেত। এখানে রাতদিন কাজ করি। ছুটি নাই। ত্রিরিশ দিনই মাসে কাজ করি।

প্রশ্ন ঃ ছুটির জন্য দাবী করেছেন?

উত্তর ঃ অনেক বার ছুটির জন্য দাবী করেছি। সপ্তাহে একদিন, সানডে ছুটি চেয়েছি। মালিক বলে ওসব হবে না। কাজ ছেড়ে দাও।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কি ইউনিয়ন আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ছুটির দাবীটা কিভাবে তুলেছিলেন?

উত্তর ঃ গাড়ি চালানো বন্ধ করে আমরা ড্রাইভাররা সানডে তে ছুটি চেয়েছিলাম। মালিকরা সব এসে বলল ছুটি দেওয়া হবে না। গাড়ি ছেড়ে দাও। তখন আমরা আবার গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলাম।

প্রশ্ন ঃ এটা কতদিন আগের কথা।

উত্তর ঃ সাত-আট মাস আগে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কতজন মিলে এই দাবী করেছিলেন?

উত্তর ঃ ১৫০ জন ড্রাইভার আর ১৫০ জন হেলপার। মোট ৩০০ জন।

প্রশ্ন ঃ এখানে সিটু, নকশালদের শ্রমিক ইউনিয়ন তো সরিষাতলি অ্যাটওয়াল কোম্পানিতে আছে বলছেন। তো এদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?

উত্তর ঃ উনাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কোম্পানি উনাদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের জন্য লড়তে দিচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ কোন লিডারকে ধরেছিলেন?

উত্তর ঃ অনেক লিডারকে ধরেছিলাম। নাম বলা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ না, আসলে বলতে চাইছি, কোন পার্টির . . . .।

উত্তর ঃ আপনারা তো সব জানেন। কোন পার্টি এখানে চলে।

প্রশ্ন ঃ নিজেরা ইউনিয়ন তৈরীর চেষ্টা করেছেন কখন?

উত্তর ঃ ইউনিয়ন করতে তো পিছনে লোক চাই। নেতাদের কাছে গেলে বলে আমরা আছি। কিন্তু দরকারের সময় টাকা খেয়ে গায়েব হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের সাথে এমন কোন লোক পাচ্ছেন না, যে আইন কানুন জানে। আপনাদের হয়ে লড়বে? আপনাদের ইচ্ছে আছে ইউনিয়ন করার?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমরা চাই সপ্তাহে সানডে ছুটি হোক। একদিন রেষ্ট পাব। শরীরটা বিশ্রাম পাবে। বাড়ির কাজ করতে পারবো। গাড়িরও মেনটেনেন্স হবে। জামা কাপড় কাচতে পারবো।

প্রশ্ন ঃ মালিক কি আপনাদের কোন পরিচয়পত্র দিয়েছেন?

উত্তর ঃ আগে দিত। এখন কোন অথরাইজড লেটার দেয় না। বলে আমি যদি কোন কারণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিই। মালিক আমাকে চুরির কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। কারণ আমি যে মালিকের গাড়ি চালাচ্ছি তার তো কোন পরিচয়পত্র দেয় নাই। কাগজপত্র তো সব মালিকের নামে।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে আপনাদের কি কি উৎসব হয়। সেখানে তখন কি করেন?

উত্তর ঃ বাড়ি তো যাই না। ছেড়েই দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে চাষবাস হয়, কে দেখাশুনা করে?

উত্তর ঃ আমরা তো যাই না। যারা আছে, কাকা-জ্যাঠারাই দেখে।

প্রশ্ন ঃ আর এখানে কি কি বড় উৎসব বা পুজো হয়?

উত্তর ঃ দুর্গাপুজো হয়। সবাই থাকে। আমরা হিন্দু-মুসলমানরা সবাই এককাট্টা হয়ে বিশ্বকর্মা পূজা করি।

প্রশ্ন ঃ দিনে ক'টা গাড়ি চলে?

উত্তর ঃ ১২৫ টা গাড়ি প্রতিদিন এখন চলেছে। কিন্তু খাতায় এন্ট্রি আছে ১৯০ টা গাড়ি (ডাম্পার)। বাকি গুলি বাইরে এদিক ওদিক চলে। বর্ষা পড়লে ঐ গুলো আবার এখানে চলবে।

প্রশ্ন ঃ ডেইলি আপনাকে কত ট্রিপ করতে হয়?

উত্তর ঃ এখন ছ-সাত ট্রিপ করতে হয়। বর্ষায় রেজিং কম হয় ফলে ট্রিপও কমে যায়। তখন দু-তিন ট্রিপ হয় সারাদিনে।

প্রশ্ন ঃ এই কাজই করবেন? না, অন্য কিছু ভাবছেন?

উত্তর ঃ এখানে পোষাচ্ছে না। অন্য ভাল কিছু পেলে এখানে ছেড়ে দেব।

প্রশ্ন ঃ এখনকার মালিকের সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক?

উত্তর ঃ ভালই আছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে এত দ্রুত কয়লা তুলে ফেলা হচ্ছে তো একদিন তা ফুরিয়ে যাবে। তখন কি হবে? ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে কি ভাবছেন?

উত্তর ঃ ছেলেদের গ্যারেজের লাইনে দিয়ে দেব। হাতের কাজ শিখবে।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কি ধার-দেনা করতে হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। মাসে ৫০০-৬০০ টাকা ধার করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ সুদে নিয়ে কত পারসেন্ট সুদ দিতে হয়।

উত্তর ঃ না, সুদে নিই না।

প্রশ্ন ঃ এখানে সুদের কারবার চলে?

উত্তর ঃ না, এখানে চলে না। আমাদের ড্রাইভারদের পয়সাই নেই তো সুদ দেবে কে? এখানে এসব চলে না।

প্রশ্ন ঃ খবরের কাগজ পড়েন বা টিভি দেখেন?

উত্তর ঃ টিভিতে খবর দেখি। বাড়িতে টিভি আছে। কাগজ পড়ার সময় নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাইকেল আছে?

উত্তর ঃ না, সাইকেল কেনার পয়সাই নেই।